একাদশ অধ্যায়

বিরাটপুরুষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা

অর্চন প্রসঙ্গে, এই অধ্যায়ে বিরাটপুরুষ এবং প্রতিটি মাসে সূর্যদেবের বিভিন্ন প্রকাশ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। শ্রীসূত গোস্বামী প্রথমে শৌনক ঋষিকে সেই সব জড় বিষয় সম্পর্কে বলছেন যার মাধ্যমে মানুষ ভগবান শ্রীহরির অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং বেশ সম্পর্কে হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। তারপর তিনি বাস্তব সেবার পন্থা নিরূপিত করলেন যার মাধ্যমে মরণশীল জীব অমরত্ব লাভ করতে পারে। শৌনক ঋষি যখন সূর্যদেবরূপে প্রকাশিত ভগবান শ্রীহরি সম্পর্কে আরও অধিক জানতে আগ্রহী হলেন, তখন সূত গোস্বামী উত্তর দেন যে, আদি জগৎ স্রষ্টা এবং অন্তর্যামী জগদীশ্বর নিজেকে সূর্যদেবরূপে প্রকাশ করেন। মুনিগণ জড় উপাধির তারতম্য অনুসারে সূর্যদেবকে বহুবিধরূপে বর্ণনা করেন। এই জগতকে পালন করার উদ্দেশ্যে পরমেশ্বর ভগবান সূর্যদেবরূপে তাঁর কাল শক্তি প্রকাশ করেন এবং দ্বাদশ পার্ষদ দল সমভিব্যাহারে চৈত্র মাস থেকে শুরু করে বারটি মাস জুড়ে পরিভ্রমণ করেন। সূর্যদেব রূপে প্রকাশিত পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির ঐশ্বর্য যিনি স্মরণ করেন, তিনি তার পাপকর্মের ফল থেকে মুক্ত হন।

শ্লোক ১

শ্রীশৌনক উবাচ

অথেমমর্থং পৃচ্ছামো ভবন্তং বহ্বিত্তমম্ ।
সমস্ততন্ত্ররাদ্ধান্তে ভবান্ ভাগবত তত্ত্ববিৎ ॥ ১ ॥

শ্রী-শৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক বললেন; **অথ**—এখন; **ইমম্**—এই; **অর্থম্**—বিষয়; **পৃচ্ছামঃ**—আমরা জিজ্ঞাসা করছি; **ভবন্তম্**—আপনার কাছ থেকে; **বহু-বিৎ-তমম্**—বৃহত্তম জ্ঞানের অধিকারী; **সমস্ত**—সমস্ত; **তন্ত্র**—অর্চনের বাস্তব পন্থা বর্ণনাকারী শাস্ত্র; **রাদ্ধ-অন্তে**—সংজ্ঞা নিরূপক সিদ্ধান্তে; **ভবান্**—আপনি; **ভাগবত**—হে মহান ভগবদ্ভক্ত; **তত্ত্ববিৎ**—সারজ্ঞ।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক বললেন—হে সূত, আপনি হচ্ছেন সর্বোত্তম তত্ত্ববিদ এবং পরমেশ্বর ভগবানের মহান ভক্ত। তাই আমরা এখন আপনার কাছে সমস্ত তন্ত্র শাস্ত্রের নির্ণীত সিদ্ধান্ত সম্পর্কে প্রশ্ন করছি।

শ্লোক ২-৩

তান্ত্রিকাঃ পরিচর্যায়াং কেবলস্য শ্রিয়ঃ পতেঃ ।
অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পং কল্পয়ন্তি যথা চ যৈঃ ॥ ২ ॥
তন্নো বর্ণয় ভদ্রং তে ক্রিয়াযোগং বুভুৎসতাম্ ।
যেন ক্রিয়ানৈপুণ্যেন মর্ত্যো যায়াদমর্ত্যতাম্ ॥ ৩ ॥

তান্ত্রিকাঃ—তান্ত্রিক শাস্ত্রের পন্থা অনুসরণকারী; **পরিচর্যায়াম্**—আরাধনায়; **কেবলস্য**—বিশুদ্ধাত্মা; **শ্রিয়ঃ**—লক্ষ্মীদেবীর; **পতেঃ**—পতির; **অঙ্গ**—তাঁর অঙ্গ, যেমন তাঁর চরণ; **উপাঙ্গ**—তাঁর উপাঙ্গ, যেমন পার্ষদ গরুড়; **আয়ুধ**—তাঁর অস্ত্র, যেমন সুদর্শন চক্র; **আকল্পম্**—এবং তাঁর অলংকার, যেমন কৌস্তুভ মণি; **কল্পয়ন্তি**—তাঁরা কল্পনা করেন; **যথা**—যেভাবে; **চ**—এবং; **যৈঃ**—যার দ্বারা (জড় প্রতিনিধি); **তৎ**—তা; **নঃ**—আমাদের প্রতি; **বর্ণয়**—অনুগ্রহ করে বর্ণনা করুন; **ভদ্রম্**—পরম কল্যাণ; **তে**—আপনার; **ক্রিয়া-যোগম্**—বাস্তব অনুশীলনের পন্থা; **বুভুৎসতাম্**—জানতে আগ্রহী; **যেন**—যার দ্বারা; **ক্রিয়া**—সুশৃঙ্খল অভ্যাসে; **নৈপুণ্যেন**—দক্ষতা; **মর্ত্যঃ**—মর্ত্য জীব; **যায়াৎ**—লাভ করতে পারে; **অমর্ত্যতাম্**—অমরত্ব।

অনুবাদ

আপনার কল্যাণ হোক! লক্ষ্মীপতি পরমেশ্বরের আরাধনার মাধ্যমে যে ক্রিয়াযোগের অনুশীলন করা হয়, অনুগ্রহ পূর্বক অত্যুৎসাহী শিক্ষার্থী আমাদের কাছে সেই পন্থা ব্যাখ্যা করুন। বিশেষ বিশেষ জড় প্রতিভূর পরিপ্রেক্ষিতে ভগবানের ভক্তরা যেভাবে তাঁর অঙ্গ, পার্ষদ, অস্ত্র এবং অলঙ্কার সম্পর্কে ধারণা করেন, তাও অনুগ্রহ করে ব্যাখ্যা করুন। দক্ষতার সঙ্গে পরমেশ্বরের আরাধনা করে, মরণশীল জীবও অমরত্ব লাভ করতে পারে।

শ্লোক ৪

সূত উবাচ

নমস্কৃত্য গুরূন্ বক্ষ্যে বিভূতীর্বৈষ্ণবীরপি ।
যাঃ প্রোক্তা বেদতন্ত্রাভ্যামাচার্যৈঃ পদ্মজাদিভিঃ ॥ ৪ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **নমস্কৃত্য**—নমস্কার করে; **গুরূন্**—গুরুবর্গকে; **বক্ষ্যে**—বলব; **বিভূতিঃ**—ঐশ্বর্য; **বৈষ্ণবীঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অধিকারে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **যঃ**—যা; **প্রোক্তাঃ**—বর্ণিত হয়; **বেদ-তন্ত্রাভ্যাম্**—বেদ এবং তন্ত্রের দ্বারা; **আচার্যৈঃ**—আচার্যদের দ্বারা; **পদ্মজ-আদিভিঃ**—ব্রহ্মা থেকে শুরু করে।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—আমি আমার গুরুবর্গকে প্রণাম নিবেদন পূর্বক ব্রহ্মাদি মহান আচার্যবর্গ কর্তৃক বেদ এবং তন্ত্রশাস্ত্রে প্রদত্ত ভগবান শ্রীবিষ্ণুর ঐশ্বর্যের বর্ণনা আপনাদের কাছে পুনরাবৃত্তি করব।

শ্লোক ৫

মায়াদ্যৈর্নবভিস্তত্ত্বৈঃ স বিকারময়ো বিরাট্ ।
নির্মিতো দৃশ্যতে যত্র সচিৎকে ভুবনত্রয়ম্ ॥ ৫ ॥

মায়া-আদ্যৈঃ—প্রকৃতির অব্যক্ত স্তর থেকে শুরু করে; **নবভিঃ**—নয়টি সহ; **তত্ত্বৈঃ**—উপাদান; **সঃ**—সেই; **বিকার-ময়ঃ**—বিকার সহ (পঞ্চভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়ের); **বিরাট্**—ভগবানের বিশ্বরূপ; **নির্মিতঃ**—নির্মিত; **দৃশ্যতে**—দৃষ্ট হয়; **যত্র**—যেখানে; **স-চিৎকে**—সচেতন হয়ে; **ভুবন-ত্রয়ম্**—ত্রিভুবন।

অনুবাদ

অব্যক্ত প্রকৃতি থেকে শুরু করে নয়টি মৌলিক উপাদান এবং তাদের পরবর্তী বিকারসমূহ পরমেশ্বর ভগবানের বিরাটরূপের অন্তর্ভুক্ত। এই বিরাটরূপে একবার চেতনা অনুপ্রবিষ্ট হওয়ার পর, তার মধ্যে ত্রিভুবন প্রকাশিত হল।

তাৎপর্য

সৃষ্টির নয়টি উপাদান হচ্ছে প্রকৃতি, সূত্র, মহৎ-তত্ত্ব, অহংকার, এবং পঞ্চতন্মাত্র। এদের বিকার হচ্ছে একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পাঁচটি স্থূল জড় উপাদান তথা পঞ্চভূত।

শ্লোক ৬-৮

এতদ্বৈ পৌরুষং রূপং ভূঃ পাদৌ দ্যৌঃ শিরো নভঃ ।
নাভিঃ সূর্যোঽক্ষিণী নাসে বায়ুঃ কর্ণৌ দিশঃ প্রভোঃ ॥ ৬ ॥
প্রজাপতিঃ প্রজননমপানো মৃত্যুরীশিতুঃ ।
তদ্বাহবো লোকপালা মনশ্চন্দ্রো ভ্রুবৌ যমঃ ॥ ৭ ॥
লজ্জোত্তরোঽধরো লোভো দন্তা জ্যোৎস্না স্ময়ো ভ্রমঃ ।
রোমাণি ভূরুহা ভূম্নো মেঘাঃ পুরুষমূর্ধজাঃ ॥ ৮ ॥

এতৎ—এই; **বৈ**—প্রকৃতপক্ষে; **পৌরুষম্**—বিরাট পুরুষের; **রূপম্**—রূপ; **ভূঃ**—পৃথিবী; **পাদৌ**—তার চরণ; **দ্যৌঃ**—স্বর্গ; **শিরঃ**—মস্তক; **নভঃ**—আকাশ; **নাভিঃ**—তাঁর নাভি; **সূর্যঃ**—সূর্য; **অক্ষিণী**—তাঁর আঁখি; **নাসে**—তাঁর নাসাগহ্বর; **বায়ুঃ**

—বায়ু; **কর্ণৌ**—তাঁর কর্ণ; **দিশঃ**—দিকসমূহ; **প্রভোঃ**—পরম প্রভু ভগবানের; **প্রজাপতিঃ**—প্রজাপতি; **প্রজননম্**—তাঁর জননেন্দ্রিয়; **অপানঃ**—তাঁর পায়ু; **মৃত্যুঃ**—মৃত্যু; **ঈশিতুঃ**—পরম নিয়ন্তার; **তৎ-বাহবঃ**—তাঁর বহু বাহু; **লোক-পালাঃ**—বিভিন্ন গ্রহের পালক দেবতাগণ; **মনঃ**—তাঁর মন; **লজ্জা**—লজ্জা; **উত্তরঃ**—তাঁর ওষ্ঠ; **অধরঃ**—তাঁর অধর; **লোভঃ**—লোভ; **দন্তাঃ**—তাঁর দন্তসমূহ; **জ্যোৎস্না**—চন্দ্রকিরণ; **স্ময়ঃ**—তাঁর স্মিতহাস্য; **ভ্রমঃ**—বিভ্রম; **রোমাণি**—দেহের লোমসমূহ; **ভূ-রুহাঃ**—বৃক্ষসমূহ; **ভূম্নঃ**—সর্বশক্তিমান ভগবানের; **মেঘাঃ**—মেঘসমূহ; **পুরুষ**—বিরাট পুরুষের; **মূর্ধ-জাঃ**—মস্তকে জাত কেশরাশি।

অনুবাদ

এই হচ্ছে পরমেশ্বর ভগবানের বিরাট রূপ যার মধ্যে পৃথিবী হচ্ছে তাঁর চরণযুগল, আকাশ তাঁর নাভি, সূর্য তাঁর চক্ষু, বায়ু তাঁর নাসিকা গহ্বর, প্রজাপতিগণ তাঁর জননেন্দ্রিয়, মৃত্যু তাঁর পায়ু এবং চন্দ্র হচ্ছে তাঁর মন। স্বর্গ তাঁর মস্তক, দিকসমূহ তাঁর কর্ণ, বিভিন্ন লোকপালগণ তাঁর বিভিন্ন বাহু। যমরাজ তাঁর ভ্রুযুগল, লজ্জা তাঁর অধর, লোভ তাঁর ওষ্ঠ, ভ্রম তাঁর স্মিতহাস্য, এবং চন্দ্রকিরণ তাঁর দন্তরাজি, যেখানে বৃক্ষ সমূহ তাঁর রোম এবং মেঘপুঞ্জ তাঁর মস্তকের কেশরাশি।

তাৎপর্য

জড় সৃষ্টির বিভিন্ন দিকসমূহ, যেমন পৃথিবী, সূর্য এবং বৃক্ষসমূহ ভগবানের বিরাটরূপের বিভিন্ন অঙ্গ প্রত্যঙ্গের দ্বারা ধৃত হয়ে আছে। এইভাবে এই শ্লোকের বর্ণনা অনুসারে, এদেরকে তাঁর থেকে অভিন্ন বলে গণ্য করা হয়, যা হচ্ছে আমাদের ধ্যানের বিষয়।

শ্লোক ৯

যাবানয়ং বৈ পুরুষো যাবত্যা সংস্থয়া মিতঃ ।
তাবানসাবপি মহাপুরুষো লোকসংস্থয়া ॥ ৯ ॥

যাবান্—যতদূর; **অয়ম্**—এই; **বৈ**—বস্তুতপক্ষে; **পুরুষঃ**—সাধারণ ব্যক্তি; **যাবত্যা**—যতদূর পরিমাপ করা যায়; **সংস্থয়া**—তাঁর অঙ্গ সংস্থান দ্বারা; **মিতঃ**—পরিমিত; **তাবান্**—ততদূর পর্যন্ত; **অসৌ**—তিনি; **অপি**—ও; **মহাপুরুষঃ**—দিব্য পুরুষ; **লোক-সংস্থয়া**—বিভিন্ন গ্রহপুঞ্জের সংস্থান অনুসারে।

অনুবাদ

ঠিক যেমন মানুষ এই জগতের কোন সাধারণ ব্যক্তির অঙ্গ সংস্থান পরিমাপ করে তাঁর পরিমাণ নির্ধারণ করতে পারেন, ঠিক তেমনি বিরাটরূপের অন্তর্ভুক্ত গ্রহসংস্থান পরিমাপ করে মহাপুরুষের আয়তন নির্ধারণ করা যেতে পারে।

শ্লোক ১০

কৌস্তুভব্যপদেশেন স্বাত্মজ্যোতির্বিভর্ত্যজঃ ।
তৎ প্রভা ব্যাপিনী সাক্ষাচ্ছ্রীবৎসমুরসা বিভুঃ ॥ ১০ ॥

কৌস্তুভ-ব্যপদেশেন—কৌস্তুভ মণি যার প্রতিভূ; **স্ব-আত্ম**—শুদ্ধ জীবাত্মার; **জ্যোতিঃ**—চিন্ময় জ্যোতি; **বিভর্তি**—বহন করে; **অজঃ**—জন্মরহিত ভগবান; **তৎ-প্রভা**—এর (কৌস্তুভ মণির) প্রভা; **ব্যাপিনী**—ব্যাপক; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **শ্রীবৎসম্**—শ্রীবৎস চিহ্নের; **উরসা**—তাঁর বক্ষের উপর; **বিভুঃ**—সর্বশক্তিমান।

অনুবাদ

সর্বশক্তিমান অজ পরমেশ্বর ভগবান তাঁর বক্ষে কৌস্তুভ মণি ধারণ করেন, যা হচ্ছে শুদ্ধ জীবাত্মার প্রতিভূ। তার সঙ্গে ধারণ করেন শ্রীবৎস চিহ্ন, যা হচ্ছে সেই মণিরই পরিব্যাপ্ত জ্যোতির সাক্ষাৎ প্রকাশ।

শ্লোক ১১-১২

স্বমায়াং বনমালাখ্যাং নানাগুণময়ীং দধৎ ।
বাসশ্ছন্দোময়ং পীতং ব্রহ্মসূত্রং ত্রিবৃৎ স্বরম্ ॥ ১১ ॥
বিভর্তি সাঙ্খ্যং যোগং চ দেবো মকরকুণ্ডলে ।
মৌলিং পদং পারমেষ্ঠ্যং সর্বলোকাভয়ঙ্করম্ ॥ ১২ ॥

স্বমায়াম্—তাঁর স্বীয় জড়া শক্তি; **বন-মালা-আখ্যাম্**—তাঁর পুষ্পমালা যার প্রতিভূ; **নানা-গুণ**—জড়া প্রকৃতির বিচিত্র গুণের সমাহার; **ময়ীম্**—নির্মিত; **দধৎ**—ধারণ করে; **বাসঃ**—তাঁর বস্ত্র; **ছন্দঃ-ময়ম্**—বৈদিক ছন্দময়; **পীতম্**—হলুদ বর্ণ; **ব্রহ্ম-সূত্রম্**—তাঁর পবিত্র উপবীত; **ত্রি-বৃৎ**—তিন প্রকার; **স্বরম্**—পবিত্র স্বর ওঁকার; **বিভর্তি**—তিনি বহন করেন; **সংখ্যম্**—সাংখ্য যোগের পন্থা; **যোগম্**—যোগপন্থা; **চ**—এবং; **দেবঃ**—ভগবান; **মকর-কুণ্ডলে**—তাঁর মকরাকৃতি কুণ্ডল; **মৌলিম্**—তাঁর মুকুট; **পদম্**—পদ; **পারমেষ্ঠ্যম্**—পরম (ব্রহ্মার); **সর্ব-লোক**—সর্ব জগতে; **অভয়ম্**—অভয়; **করম্**—যা দান করে।

অনুবাদ

তাঁর পুষ্পমালাটি হচ্ছে গুণ সমূহের বিচিত্র সমাহারে নির্মিত তাঁর জড়া প্রকৃতি। তাঁর পীত বসন হচ্ছে বৈদিক ছন্দ এবং তাঁর পবিত্র উপবীত হচ্ছে ত্রি অক্ষর বিশিষ্ট ওঁকার। তাঁর মকরাকৃতি কর্ণকুণ্ডলরূপে তিনি সাংখ্য ও যোগ মার্গকে ধারণ করেন এবং ত্রিজগতে অভয় প্রদানকারী তাঁর মুকুট হচ্ছে ব্রহ্মলোকের পরম পদ।

শ্লোক ১৩

অব্যাকৃতমনন্তাখ্যমাসনং যদধিষ্ঠিতঃ ।
ধর্মজ্ঞানাদিভির্যুক্তং সত্ত্বং পদ্মমিহোচ্যতে ॥ ১৩ ॥

অব্যাকৃতম্—জড়া সৃষ্টির অব্যক্ত স্তর; **অনন্ত-আখ্যম্**—ভগবান অনন্তরূপে পরিচিত; **আসনম্**—তাঁর ব্যক্তিগত আসন; **যৎ-অধিষ্ঠিতঃ**—যার উপর তিনি অধিষ্ঠিত আছেন; **ধর্ম-জ্ঞান-আদিভিঃ**—ধর্ম, জ্ঞান প্রভৃতি সহ; **যুক্তম্**—সংযুক্ত; **সত্ত্বম্**—সত্ত্বগুণে; **পদ্মম্**—তাঁর পদ্ম; **ইহ**—এর উপর; **উচ্যতে**—বলা হয়।

অনুবাদ

ভগবানের আসন অনন্ত হচ্ছে জড়া প্রকৃতির অব্যক্ত স্তর এবং তাঁর পদ্ম সদৃশ মুকুট হচ্ছে ধর্ম জ্ঞান সমন্বিত সত্ত্বগুণ।

শ্লোক ১৪-১৫

ওজঃসহোবলযুতং মুখ্যতত্ত্বং গদাং দধৎ ।
অপাং তত্ত্বং দরবরং তেজস্তত্ত্বং সুদর্শনম্ ॥ ১৪ ॥
নভোনিভং নভস্তত্ত্বমসিং চর্ম তমোময়ম্ ।
কালরূপং ধনুঃ শার্ঙ্গং তথা কর্মময়েষুধিম্ ॥ ১৫ ॥

ওজঃ-সহঃ-বল—দেহ, মন ও ইন্দ্রিয় শক্তির দ্বারা; **যুতম্**—সংযুত; **মুখ্য-তত্ত্বম্**—প্রধান উপাদান বায়ু, যা হচ্ছে জড় দেহের জীবনী শক্তি; **গদাম্**—গদা; **দধৎ**—ধারণ করেন; **অপাম্**—জলের; **তত্ত্বম্**—উপাদান; **দর**—তাঁর শঙ্খ; **বরম্**—উৎকৃষ্ট; **তেজঃ-তত্ত্বম্**—তেজ উপাদান; **সুদর্শনম্**—তাঁর সুদর্শন চক্র; **নভোঃ-নিভম্**—ঠিক আকাশের মতো; **নভঃ-তত্ত্বম্**—ব্যোম তত্ত্ব; **অসিম্**—তাঁর তরোয়ার; **চর্ম**—তাঁর বর্ম; **তমঃ-ময়ম্**—তমোগুণে নির্মিত; **কালরূপম্**—কালরূপে প্রতিভূত; **ধনুঃ**—তাঁর ধনুক; **শার্ঙ্গম্**—শার্ঙ্গ নামে; **তথা**—এবং; **কর্ম-ময়**—সক্রিয় ইন্দ্রিয়সমূহের প্রতিভূ; **ইষু-ধিম্**—তাঁর তীর ধারণকারী তূনীর।

অনুবাদ

ভগবান যে গদা ধারণ করেন তা হচ্ছে দৈহিক, মানসিক এবং ইন্দ্রিয় বল সংযুত মুখ্য তত্ত্ব প্রাণ। তাঁর উৎকৃষ্ট শঙ্খ হচ্ছে অপ তত্ত্ব, তাঁর সুদর্শন চক্র হচ্ছে তেজ তত্ত্ব, এবং আকাশের মতো নির্মল তাঁর অসি হচ্ছে ব্যোম তত্ত্ব। তাঁর বর্ম হচ্ছে তমোগুণের মূর্ত প্রকাশ তাঁর শার্ঙ্গ ধনু কালের প্রকাশ এবং তাঁর তীরসমূহে পরিপূর্ণ তূনীর হচ্ছে কর্মেন্দ্রিয় তত্ত্ব।

শ্লোক ১৬

ইন্দ্রিয়াণি শরানাহুরাকূতীরস্য স্যন্দনম্ ।
তন্মাত্রাণ্যস্যাভিব্যক্তিং মুদ্রয়ার্থক্রিয়াত্মতাম্ ॥ ১৬ ॥

ইন্দ্রিয়ানি—ইন্দ্রিয়সমূহ; **শরান্**—তাঁর তীরসমূহ; **আহুঃ**—তাঁরা বলেন; **আকূতীঃ**—সক্রিয় (মন); **অস্য**—তাঁর; **স্যন্দনম্**—রথ; **তৎ-মাত্রাণি**—তন্মাত্র তথা ইন্দ্রিয়ানুভূতির বিষয়; **অস্য**—তাঁর; **অভিব্যক্তিম্**—বাহ্য প্রকাশ; **মুদ্রয়া**—তাঁর হস্ত মুদ্রার দ্বারা (বর এবং অভয় প্রভৃতি প্রদানকারী মুদ্রা); **অর্থ-ক্রিয়া-আত্মতাম্**—উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সার।

অনুবাদ

তাঁর তীর সমূহকে ইন্দ্রিয় বলা হয়। তাঁর রথ হচ্ছে সক্রিয় ও প্রবল মন। তাঁর বাহ্য অভিব্যক্তি হচ্ছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির সূক্ষ্ম বিষয় তথা তন্মাত্র এবং তাঁর হস্তমুদ্রা হচ্ছে সমস্ত উদ্দেশ্যপূর্ণ কর্মের সারাংশ।

তাৎপর্য

সমস্ত কর্মের পরম উদ্দেশ্য হচ্ছে জীবনের পরম পূর্ণতা প্রাপ্তি এবং ভগবানের কৃপাময় হস্তে এই পূর্ণতা প্রদত্ত হয়। ভগবানের মুদ্রাসমূহ তাঁর ভক্তের হৃদয় থেকে সমস্ত ভয় দূর করে এবং চিদাকাশে তাঁকে ভগবানের স্বীয় পার্ষদের স্তরে উন্নীত করে।

শ্লোক ১৭

মণ্ডলং দেবযজনং দীক্ষা সংস্কার আত্মনঃ ।
পরিচর্যা ভগবত আত্মনো দুরিতক্ষয়ঃ ॥ ১৭ ॥

মণ্ডলম্—সূর্য মণ্ডল; **দেব-যজনম্**—যে স্থানে পরমেশ্বর ভগবান পূজিত হন; **দীক্ষা**—দীক্ষা; **সংস্কারঃ**—সংস্কার; **আত্মনঃ**—আত্মার জন্য; **পরিচর্যা**—ভক্তিমূলক সেবা; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবানের; **আত্মনঃ**—জীবাত্মার; **দুরিত**—পাপের প্রতিফল; **ক্ষয়ঃ**—ক্ষয়।

অনুবাদ

সূর্য মণ্ডল হচ্ছে সেই স্থান যেখানে পরমেশ্বর পূজিত হন, দীক্ষা হচ্ছে জীবাত্মার শুদ্ধির উপায় এবং পরমেশ্বর ভগবানকে ভক্তিমূলক সেবা দান করা হচ্ছে মানুষের সমস্ত পাপের প্রতিফলকে নির্মূল করার উপায়।

তাৎপর্য

মানুষের কর্তব্য ভগবানের আরাধনার স্থান রূপে তেজোময় সূর্য মণ্ডলের ধ্যান করা। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ হচ্ছেন সমস্ত তেজের আশ্রয় এবং তাই জ্যোতির্ময় সূর্যমণ্ডলে যথাযথভাবে তাঁর আরাধনা হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

শ্লোক ১৮

ভগবান্ ভগশব্দার্থং লীলাকমলমুদ্বহন্ ।
ধর্মং যশশ্চ ভগবাংশ্চামরব্যজনেঽভজৎ ॥ ১৮ ॥

ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; **ভগ-শব্দ**—ভগ শব্দের; **অর্থম্**—অর্থ (যেমন ঐশ্বর্য); **লীলা-কমলম্**—তাঁর লীলা কমল; **উদ্বহন্**—বহন করে; **ধর্মম্**—ধর্ম; **যশঃ**—খ্যাতি; **চ**—এবং; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **চামর-ব্যজনে**—চামর যুগল; **অভজৎ**—গ্রহণ করেছে।

অনুবাদ

ভগ শব্দে নির্দেশিত বিচিত্র ঐশ্বর্যের প্রতিভূস্বরূপ একটি লীলাকমল ধারণ করে পরমেশ্বর ভগবান ধর্ম এবং যশ স্বরূপ চামর যুগলের সেবা গ্রহণ করে থাকেন।

শ্লোক ১৯

আতপত্রং তু বৈকুণ্ঠং দ্বিজা ধামাকুতোভয়ম্ ।
ত্রিবৃদ্বেদঃ সুপর্ণাখ্যো যজ্ঞং বহতি পুরুষম্ ॥ ১৯ ॥

আতপত্রম্—তাঁর ছত্র; **তু**—এবং; **বৈকুণ্ঠম্**—তাঁর চিন্ময় ধাম বৈকুণ্ঠ; **দ্বিজাঃ**—হে ব্রাহ্মণগণ; **ধাম**—তাঁর স্বীয় ধাম, চিজ্জগৎ; **অকুতঃ-ভয়ম্**—অকুতোভয়; **ত্রি-বৃৎ**—তিন প্রকার; **বেদঃ**—বেদ; **সুপর্ণ-আখ্যঃ**—সুপর্ণ বা গরুড় নামক; **যজ্ঞম্**—যজ্ঞ পুরুষ; **বহতি**—বহন করে; **পুরুষম্**—পরমেশ্বর ভগবান।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণগণ, ভগবানের ছত্র হচ্ছে তাঁর চিন্ময় ধাম তথা বৈকুণ্ঠ যেখানে কোন ভয় নেই এবং যজ্ঞপুরুষের বাহন গরুড় হচ্ছে তিন প্রকার বেদ।

শ্লোক ২০

অনপায়িনী ভগবতী শ্রীঃ সাক্ষাদাত্মনো হরেঃ ।
বিষ্বক্সেনস্তন্ত্রমূর্তির্বিদিতঃ পার্ষদাধিপঃ ।
নন্দাদয়োঽষ্টৌ দ্বাঃস্থাশ্চ তেঽণিমাদ্যা হরের্গুণাঃ ॥ ২০ ॥

অনপায়িনী—অবিচ্ছেদ্য; **ভগবতী**—লক্ষ্মীদেবী; **শ্রীঃ**—শ্রী; **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাৎ; **আত্মনঃ**—অন্তরঙ্গা প্রকৃতির; **হরেঃ**—শ্রীহরির; **বিষ্বক্সেনঃ**—বিষ্বক্সেন; **তন্ত্র-মূর্তিঃ**—তন্ত্র শাস্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ; **বিদিতঃ**—জ্ঞাত হয়; **পার্ষদ-অধিপঃ**—তাঁর পার্ষদ প্রধান; **নন্দ-আদয়ঃ**—নন্দ আদি; **অষ্টৌ**—আট; **দ্বাঃ-স্থাঃ**—দ্বার রক্ষক; **চ**—এবং; **তে**—তারা; **অণিমা-আদ্যাঃ**—অণিমা এবং অন্যান্য যোগসিদ্ধি; **হরেঃ**—পরমেশ্বর শ্রীহরির; **গুণাঃ**—গুণ সকল।

অনুবাদ

সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী লক্ষ্মী যিনি কখনই ভগবানকে পরিত্যাগ করেন না, তিনি এই জগতে তাঁর অন্তরঙ্গাশক্তির প্রতিভূরূপে তাঁর সঙ্গে আবির্ভূত হন। তাঁর অন্তরঙ্গ পার্ষদদের প্রধান বিষ্বক্সেন পঞ্চরাত্র এবং অন্যান্য তন্ত্রের মূর্ত বিগ্রহ রূপে পরিচিত। আর নন্দ প্রমুখ ভগবানের আটজন দ্বার রক্ষক হচ্ছেন তাঁর অণিমাদি যোগসিদ্ধি।

তাৎপর্য

শ্রীল জীব গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অনুসারে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন সমস্ত জড় ঐশ্বর্যের মূল উৎস। জড়া প্রকৃতি প্রত্যক্ষভাবে ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তি মহামায়ার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যেখানে সৌভাগ্যের অধিষ্ঠাত্রী লক্ষ্মীদেবী হচ্ছেন তাঁর অন্তরঙ্গা তথা উৎকৃষ্টা শক্তি। তা সত্ত্বেও, ভগবানের নিকৃষ্টা প্রকৃতির ঐশ্বর্যের মূল উৎস লক্ষ্মীদেবীর পরম চিদৈশ্বর্যের মধ্যেই নিহিত রয়েছে। যে কথা শ্রীহয়শীর্ষ পঞ্চরাত্রে উল্লেখ করা হয়েছে—

পরমাত্মা হরিদেবস্তচ্ছক্তিঃ শ্রীইহোদিতা ।
শ্রীদেবী প্রকৃতিঃ প্রোক্তা কেশবঃ পুরুষঃ স্মৃতঃ ।
ন বিষ্ণুনা বিনা দেবী ন হরিঃ পদ্মজাং বিনা ॥

"পরমাত্মা হচ্ছেন ভগবান শ্রীহরি এবং তাঁর শক্তি এই জগতে শ্রীরূপে পরিচিত। ভগবতী লক্ষ্মী প্রকৃতিরূপে পরিচিত এবং পরমেশ্বর ভগবান শ্রীকেশব পুরুষরূপে পরিচিত। ভগবতী শ্রীদেবী কখনই তাঁকে ছাড়া থাকেন না। এবং ভগবান শ্রীহরিও পদ্মজাকে ছাড়া কখনই আবির্ভূত হন না।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণেও (১/৮/১৫) বলা হয়েছে—

নিত্যৈব সা জগন্মাতা বিষ্ণোঃ শ্রীরনপায়িনী ।
যথা সর্বগতো বিষ্ণুস্তথৈবেয়ং দ্বিজোত্তমাঃ ॥

"তিনিই নিত্য জগন্মাতা, ভগবান শ্রীবিষ্ণুর অবিচ্ছেদ্যা শ্রীদেবী। হে দ্বিজোত্তমগণ,

ভগবান শ্রীবিষ্ণু যেমন সর্বগত তিনিও তেমনি সর্বগত।" *বিষ্ণুপুরাণে* (১/৯/১৪০) আরও উল্লেখ আছে—

এবং যথা জগৎ-স্বামী দেবদেবো জনার্দনঃ ।
অবতারং করোত্যেব তথা শ্রীস্তৎসহায়িনী ॥

"এইভাবে, জগৎস্বামী দেব-দেব জনার্দন যেভাবে এই জগতে অবতীর্ণ হন, ঠিক সেইভাবে তাঁর সহায়িনী লক্ষ্মীদেবীও অবতীর্ণ হন।"

লক্ষ্মীদেবীর বিশুদ্ধ চিন্ময় স্থিতি সম্পর্কে *স্কন্দপুরাণেও* বর্ণনা করা হয়েছে—

অপরং ত্বঅক্ষরং যা সা প্রকৃতির্জড়-রূপিকা ।
শ্রীঃ পরা প্রকৃতিঃ প্রোক্তা চেতনা বিষ্ণু-সংশ্রয়া ॥
তং অক্ষরং পরং প্রাহুঃ পরতঃ পরম্ অক্ষরম্ ।
হরিরেবাখিল-গুণোঽপ্যক্ষরত্রয়মীরিতম্ ॥

"নিকৃষ্ট অক্ষর সত্তা হচ্ছেন সেই প্রকৃতি যিনি এই জড় জগৎরূপে প্রকাশিত। অপর পক্ষে, লক্ষ্মীদেবী উৎকৃষ্টা প্রকৃতিরূপে পরিচিত। তিনি হচ্ছেন বিশুদ্ধ চেতনা এবং প্রত্যক্ষভাবে ভগবান শ্রীবিষ্ণুর আশ্রিত। যদিও তাঁকে উৎকৃষ্টা অক্ষর সত্তা বলা হয়, তবুও যিনি মহত্তম থেকেও মহত্তর, সেই অক্ষর সত্তাই হচ্ছেন সমস্ত দিব্য গুণের মূল অধীশ্বর শ্রীহরি স্বয়ং। এইভাবে তিনটি স্বতন্ত্র অক্ষর সত্তার বর্ণনা করা হয়েছে।"

এইরূপে, ভগবানের নিকৃষ্টা শক্তি যদিও তাঁর কার্যক্ষেত্রে অক্ষর, তবুও ক্ষণস্থায়ী মায়িক ঐশ্বর্য প্রকাশে তাঁর শক্তি পরমেশ্বর ভগবানের স্বীয় সঙ্গিনী তথা অন্তরঙ্গা শক্তি শ্রীলক্ষ্মীদেবীর কৃপাতেই অস্তিত্বশীল হয়ে থাকে।

পদ্মপুরাণে (২৫৬/৯-২১) ভগবানের আঠারো জন দ্বাররক্ষকের নাম উল্লেখ আছে। তাঁরা হচ্ছেন—নন্দ, সুনন্দ, জয়, বিজয়, চণ্ড, প্রচণ্ড, ভদ্র, সুভদ্র, ধাতা, বিধাতা, কুমুদ, কুমুদাক্ষ, পুণ্ডরীক্ষ, বামন, শঙ্কুকর্ণ, সর্বনেত্র, সুমুখ এবং সুপ্রতিষ্ঠিত।

শ্লোক ২১

বাসুদেবঃ সঙ্কর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ পুরুষঃ স্বয়ম্ ।
অনিরুদ্ধ ইতি ব্রহ্মন্মূর্তির্ব্যূহোঽভিধীয়তে ॥ ২১ ॥

বাসুদেবঃ সংকর্ষণঃ প্রদ্যুম্নঃ—বাসুদেব, সংকর্ষণ এবং প্রদ্যুম্ন; **পুরুষঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **স্বয়ম্**—স্বয়ং; **অনিরুদ্ধঃ**—অনিরুদ্ধ; **ইতি**—এইরূপে; **ব্রহ্মন্**—হে ব্রাহ্মণ, শৌনক; **মূর্তি-ব্যূহঃ**—সবিশেষ ব্যক্তিরূপের বিস্তার; **অভিধীয়তে**—আখ্যাত হয়।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ শৌনক, বাসুদেব, সংকর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ হচ্ছে স্বয়ং পরমেশ্বর ভগবানের সবিশেষ ব্যক্তিরূপের প্রত্যক্ষ বিস্তারের নাম।

শ্লোক ২২

স বিশ্বস্তৈজসঃ প্রাজ্ঞস্তুরীয় ইতি বৃত্তিভিঃ ।
অর্থেন্দ্রিয়াশয়জ্ঞানৈর্ভগবান্ পরিভাব্যতে ॥ ২২ ॥

সঃ—তিনি; **বিশ্বঃ তৈজসঃ প্রাজ্ঞঃ**—জাগ্রত চেতনা, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির প্রকাশ; **তুরীয়ঃ**—চতুর্থ তথা দিব্য স্তর; **ইতি**—এইরূপে আখ্যাত; **বৃত্তিভিঃ**—কার্যের মাধ্যমে; **অর্থ**—ইন্দ্রিয়ানুভবের বাহ্য বিষয়ের দ্বারা; **ইন্দ্রিয়**—মন; **আশয়**—আবৃত চেতনা; **জ্ঞানৈঃ**—এবং চিন্ময় জ্ঞান; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **পরিভাব্যতে**—পরিভাবিত হয়।

অনুবাদ

বাহ্যবিষয়, মন এবং জড়বুদ্ধির মাধ্যমে ক্রিয়াশীল জাগ্রত চেতনা, নিদ্রা এবং সুষুপ্তির পরিপ্রেক্ষিতে এবং চেতনার চতুর্থ স্তর তথা বিশুদ্ধ জ্ঞানময় দিব্যস্তরের পরিপ্রেক্ষিতেও মানুষ পরমেশ্বর ভগবান সম্পর্কে ভাবনা করতে পারেন।

শ্লোক ২৩

অঙ্গোপাঙ্গায়ুধাকল্পৈর্ভগবাংস্তচ্চতুষ্টয়ম্ ।
বিভর্তি স্ম চতুর্মূর্তির্ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ॥ ২৩ ॥

অঙ্গ—তাঁর প্রধান অঙ্গ; **উপাঙ্গ**—গৌণ অঙ্গ; **আয়ুধ**—অস্ত্র; **আকল্পৈঃ**—অলংকার; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **তৎ-চতুষ্টয়ম্**—এই চার প্রকার প্রকাশ (বিশ্ব, তৈজস, প্রাজ্ঞ এবং তুরীয়ের); **বিভর্তি**—পালন করেন; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **চতুঃ-মূর্তিঃ**—তাঁর চার প্রকার সবিশেষ ব্যক্তিরূপে (বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন এবং অনিরুদ্ধ); **ভগবান্**—ভগবান; **হরিঃ**—শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা।

অনুবাদ

এইরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি চতুর্বিধ সবিশেষ ব্যক্তিরূপে প্রকাশিত হন যাঁদের প্রত্যেকে ভগবানের অঙ্গ, উপাঙ্গ, অস্ত্র এবং অলংকার প্রদর্শন করে থাকেন। এই সকল পৃথক বৈশিষ্ট্যের মাধ্যমে ভগবান এই অস্তিত্বশীল জগতের চারটি স্তরকে পালন করেন।

তাৎপর্য

ভগবানের চিন্ময় দেহ, অস্ত্র, অলংকার এবং পার্ষদ—সকলেই হচ্ছেন বিশুদ্ধ চিন্ময় সত্তা এবং তাঁর থেকে অভিন্ন।

শ্লোক ২৪

দ্বিজঋষভ স এষ ব্রহ্মযোনিঃ স্বয়ংদৃক্
স্বমহিমপরিপূর্ণো মায়য়া চ স্বয়ৈতৎ ।
সৃজতি হরতি পাতীত্যাখ্যয়ানাবৃতাক্ষো
বিবৃত ইব নিরুক্তস্তৎ পরৈরাত্মলভ্যঃ ॥ ২৪ ॥

দ্বিজ-ঋষভ—হে শ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণগণ; **সঃ এষঃ**—একমাত্র তিনিই; **ব্রহ্ম-যোনিঃ**—বেদের উৎস; **স্বয়ম্-দৃক্**—স্বয়ং উদ্ভাসিত; **স্ব-মহিম**—তাঁর স্বীয় মহিমায়; **পরিপূর্ণঃ**—পরিপূর্ণ; **মায়য়া**—জড়া শক্তির দ্বারা; **চ**—এবং; **স্বয়া**—তাঁর নিজের; **এতৎ**—এই ব্রহ্মাণ্ড; **সৃজতি**—তিনি সৃষ্টি করেন; **হরতি**—সংবরণ করেন; **পাতি**—পালন করেন; **ইতি আখ্যয়া**—এরকম ধারণা করা হয়; **অনাবৃত**—অনাবৃত; **অক্ষঃ**—তাঁর দিব্য চেতনা; **বিবৃতঃ**—জড় জাগতিকভাবে বিভক্ত; **ইব**—যেন; **নিরুক্তঃ**—বর্ণিত; **তৎ-পরৈঃ**—তাঁর তৎপর ভক্তগণের দ্বারা; **আত্ম**—তাঁদের আত্মারূপে; **লভ্যঃ**—উপলব্ধি যোগ্য।

অনুবাদ

হে ব্রাহ্মণ-শ্রেষ্ঠ, একমাত্র তিনিই হচ্ছেন স্বয়ং-জ্যোতির্ময়, বেদের আদি উৎস, এবং তাঁর স্বীয় মহিমায় পরিপূর্ণ। তাঁর জড়া শক্তির মাধ্যমে তিনি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডকে সৃষ্টি করেন, ধ্বংস করেন এবং পালন করেন। যেহেতু তিনি বিভিন্ন জড় জাগতিক কার্য অনুষ্ঠান করেন, কখনও কখনও তাঁকে জড় জাগতিকভাবে বিভক্ত বলে বর্ণনা করা হয়। কিন্তু তা সত্ত্বেও সর্বদাই তিনি বিশুদ্ধ জ্ঞানে চিন্ময় স্তরে স্থিত আছেন। যাঁরা তাঁর প্রতি ভক্তিতে তৎপর, তাঁরাই তাঁকে তাঁদের প্রকৃত পরমাত্মারূপে উপলব্ধি করতে পারেন।

তাৎপর্য

শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ঠাকুর মন্তব্য করেন যে আমরা যেন নিম্নোক্ত কথাগুলির ধ্যান অভ্যাস করে বিনীত হতে পারি—" আমার সম্মুখে সর্বদাই প্রকট এই যে পৃথিবী, তিনি আমার প্রভুর চরণ কমলেরই বিস্তার, যাঁকে সর্বদাই ধ্যান করা উচিত। সমস্ত স্থাবর ও জঙ্গম জীব এই পৃথিবীর আশ্রয় গ্রহণ করেছেন এবং এইভাবে আমার প্রভুর চরণ কমলে আশ্রয় নিয়েছেন। এই কারণে সমস্ত জীবকেই আমার

শ্রদ্ধা করা উচিত এবং কাউকেই ঈর্ষা করা উচিত নয়। বস্তুতপক্ষে, সমস্ত জীবই আমার প্রভুর বক্ষের কৌস্তুভ মণিটি গঠন করেছে। তাই কোনও জীবকেই কখনই আমার ঈর্ষা বা অবজ্ঞা করা উচিত নয়।" এইরূপ ধ্যানের অভ্যাস করে মানুষ জীবনে সাফল্য লাভ করতে পারে।

শ্লোক ২৫

শ্রীকৃষ্ণ কৃষ্ণসখ বৃষ্ণ্যৃষভাবনিধ্রুগ্-
রাজন্যবংশদহনানপবর্গবীর্য ।
গোবিন্দ গোপবনিতাব্রজভৃত্যগীত-
তীর্থশ্রবঃ শ্রবণমঙ্গল পাহি ভৃত্যান্ ॥ ২৫ ॥

শ্রীকৃষ্ণ—হে শ্রীকৃষ্ণ; **কৃষ্ণ-সখ**—হে অর্জুনের সখা; **বৃষ্ণি**—বৃষ্ণি বংশোদ্ভূত; **ঋষভ**—হে মুখ্য; **অবনি**—পৃথিবীতে; **ধ্রুক্**—বিদ্রোহী; **রাজন্য-বংশ**—রাজন্য বংশের; **দহন**—হে ধ্বংসকারী; **অনপবর্গ**—ক্ষয় রহিত; **বীর্য**—যার বীর্য; **গোবিন্দ**—হে গোলোক ধামের অধীশ্বর; **গোপ**—গোপজনদের; **বনিতা**—গোপীদের; **ব্রজ**—বহুগুণ; **ভৃত্য**—তাদের ভৃত্যদের দ্বারা; **গীত**—গীত; **তীর্থ**—পবিত্রতম তীর্থের মতোই পুণ্যময়; **শ্রবঃ**—যাঁর মহিমা; **শ্রবণ**—যাঁর কথা শুধু শ্রবণ করা; **মঙ্গল**—মঙ্গলময়; **পাহি**—অনুগ্রহ করে রক্ষা করুন; **ভৃত্যান্**—ভৃত্যদের।

অনুবাদ

হে কৃষ্ণ, হে অর্জুন-সখা, হে বৃষ্ণি ঋষভ, যে সমস্ত রাজনৈতিক দল এই পৃথিবীর উপদ্রবস্বরূপ, আপনি তাদের সংহার কর্তা। আপনার বীর্য কখনই ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না। আপনিই দিব্য ধামের অধীশ্বর। বৃন্দাবনের গোপগোপী এবং তাদের ভৃত্যবর্গ কর্তৃক গীত আপনার অতি পবিত্র মহিমা কীর্তন শুধুমাত্র শ্রবণ করলেই সর্বতোভাবে কল্যাণ হয়। হে ভগবান, অনুগ্রহ করে আপনার ভক্তদের রক্ষা করুন।

শ্লোক ২৬

য ইদং কল্য উত্থায় মহাপুরুষলক্ষণম্ ।
তচ্চিত্তঃ প্রযতো জপ্ত্বা ব্রহ্ম বেদ গুহাশয়ম্ ॥ ২৬ ॥

যঃ—যে কেউ; **ইদম্**—এই; **কল্যে**—ভোর বেলায়; **উত্থায়**—উত্থিত হয়ে; **মহাপুরুষ-লক্ষণম্**—বিশ্বরূপে পরমেশ্বর ভগবানের লক্ষণ; **তৎ-চিত্তঃ**—তদ্‌গত চিত্ত; **প্রযতঃ**—পবিত্র; **জপ্ত্বা**—নিজে জপ করে; **ব্রহ্ম**—পরম সত্য; **বেদ**—তিনি জানতে পারেন; **গুহাশয়ম্**—হৃদয়ে স্থিত।

অনুবাদ

যে কেউ ভোর বেলায় উত্থিত হয়ে বিশুদ্ধ চিত্তে মহাপুরুষের ধ্যানে সমাহিত হয়ে শান্তভাবে তাঁর এই সমস্ত লক্ষণ বর্ণনা কীর্তন করবেন, তিনি তাঁকে হৃদয়ে অবস্থানকারী পরম সত্যরূপে উপলব্ধি করতে পারবেন।

শ্লোক ২৭-২৮

শ্রীশৌনক উবাচ

শুকো যদাহ ভগবান্ বিষ্ণুরাতায় শৃণ্বতে ।
সৌরো গণো মাসি মাসি নানা বসতি সপ্তকঃ ॥ ২৭ ॥
তেষাং নামানি কর্মাণি নিযুক্তানামধীশ্বরৈঃ ।
ব্রূহি নঃ শ্রদ্দধানানাং ব্যূহং সূর্যাত্মনো হরেঃ ॥ ২৮ ॥

শ্রী-শৌনকঃ উবাচ—শ্রীশৌনক বললেন; **শুকঃ**—শুকদেব গোস্বামী; **যৎ**—যা; **আহ**—বর্ণিত; **ভগবান্**—মহামুনি; **বিষ্ণু-রাতায়**—মহারাজ পরীক্ষিতকে; **শৃণ্বতে**—যিনি শ্রবণ করছিলেন; **সৌরঃ**—সূর্যদেবের; **গণঃ**—পার্ষদগণ; **মাসি মাসি**—প্রতি মাসে; **নানা**—বিচিত্র; **বসতি**—যিনি বাস করেন; **সপ্তকঃ**—সাত জনের দল; **তেষাম্**—তাদের; **নামানি**—নামসমূহ; **কর্মাণি**—কর্মসমূহ; **নিযুক্তনাম্**—যারা নিযুক্ত; **অধীশ্বরৈঃ**—তাঁদের নিয়ন্তা সূর্যদেবের বিচিত্র বৈশিষ্ট্যের দ্বারা; **ব্রূহি**—অনুগ্রহ করে বলুন; **নঃ**—আমাদেরকে; **শ্রদ্দধানানাম্**—যারা শ্রদ্ধাশীল; **ব্যূহম্**—ব্যক্তিগত বিস্তার; **সূর্য-আত্মনঃ**—সূর্যদেব রূপে তাঁর ব্যক্তিগত বিস্তার; **হরেঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

শ্রীশৌনক বললেন—আপনার বাক্যে শ্রদ্ধাশীল আমাদের কাছে অনুগ্রহপূর্বক প্রতি মাসে প্রদর্শিত সূর্যদেবের বিভিন্ন ব্যক্তিগত পার্ষদ সপ্তকদের কথা তাঁদের নাম এবং কার্যাবলী সহ বর্ণন করুন। সূর্যদেবের সেবক তথা পার্ষদগণ হচ্ছেন সূর্যের অধিদেবতারূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির সবিশেষ ব্যক্তিরূপের বিস্তার।

তাৎপর্য

মহারাজ পরীক্ষিত এবং শুকদেব গোস্বামীর মহিমান্বিত সংলাপের বর্ণনা শ্রবণ করার পর শৌনক মুনি এবার পরমেশ্বর ভগবানের বিস্তাররূপে সূর্যদেব সম্পর্কে অনুসন্ধান করলেন। সূর্য যদিও সমস্ত গ্রহের রাজা, তবুও শ্রীশৌনক ঋষি পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির বিস্তাররূপেই এই জ্যোতির্ময় মণ্ডল সম্পর্কে বিশেষভাবে আগ্রহী হয়েছেন।

সূর্যের সঙ্গে সম্পর্কিত ব্যক্তিগণ সাতটি দলে বিভক্ত। সূর্যের কক্ষপথ পরিভ্রমণকালে বারটি মাস রয়েছে এবং প্রতিটি মাসে ভিন্ন ভিন্ন সূর্যদেব এবং তাঁর ছয় জন পার্ষদের পৃথক দল আধিপত্য করে থাকেন। বৈশাখ থেকে শুরু করে বারটি মাসের প্রত্যেকটিতে স্বয়ং সূর্যদেবের পৃথক পৃথক নাম আছে এবং ঋষি, যজ্ঞ, গন্ধর্ব, অপ্সরা, রাক্ষস ও নাগগণ মিলে সর্বমোট সাতটি দলের সৃষ্টি করেন।

শ্লোক ২৯

সূত উবাচ

অনাদ্যবিদ্যয়া বিষ্ণোরাত্মনঃ সর্বদেহিনাম্ ।
নির্মিতো লোকতন্ত্রোঽয়ং লোকেষু পরিবর্ততে ॥ ২৯ ॥

সূতঃ উবাচ—সূত গোস্বামী বললেন; **অনাদি**—অনাদি; **অবিদ্যয়া**—অবিদ্যা শক্তির দ্বারা; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণুর; **আত্মনঃ**—পরমাত্মা; **সর্ব-দেহিনাম্**—সমস্ত দেহধারী জীবের; **নির্মিতঃ**—উৎপন্ন; **লোক-তন্ত্রঃ**—গ্রহ সমূহের নিয়ন্তা; **অয়ম্**—এই; **লোকেষু**—গ্রহদের মধ্যে; **পরিবর্ততে**—ভ্রমণ করেন।

অনুবাদ

সূত গোস্বামী বললেন—সূর্য সমস্ত গ্রহদের মধ্যে পরিভ্রমণ করেন এবং এইভাবে তাদের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করেন। সমস্ত জীবের পরমাত্মা পরমেশ্বর ভগবান শ্রীবিষ্ণু তাঁর অনাদি জড়া শক্তির মাধ্যমে এই সূর্যকে সৃষ্টি করেছেন।

শ্লোক ৩০

এক এব হি লোকানাং সূর্য আত্মাদিকৃদ্ধরিঃ ।
সর্ববেদক্রিয়ামূলমৃষিভির্বহুধোদিতঃ ॥ ৩০ ॥

একঃ—এক; **এব**—শুধু; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **লোকানাম্**—জগতের; **সূর্যঃ**—সূর্য; **আত্মা**—তাদের আত্মা; **আদি-কৃৎ**—আদি স্রষ্টা; **হরিঃ**—পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি; **সর্ব-বেদ**—সমস্ত বেদে; **ক্রিয়া**—আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া; **মূলম্**—ভিত্তি; **ঋষিভিঃ**—ঋষিদের দ্বারা; **বহুধা**—বহুভাবে; **উদিতঃ**—আখ্যাত।

অনুবাদ

পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি থেকে অভিন্ন সূর্যদেব সমস্ত জগতের একমাত্র আত্মা এবং তিনিই তাদের আদি স্রষ্টা। বেদে নির্দেশিত সমস্ত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়ারও উৎস হচ্ছেন তিনি এবং বৈদিক ঋষিগণ তাঁকে নানা নামে ভূষিত করেন।

শ্লোক ৩১

কালো দেশঃ ক্রিয়া কর্তা করণং কার্যমাগমঃ ।
দ্রব্যং ফলমিতি ব্রহ্মন্ নবধোক্তোঽজয়া হরিঃ ॥ ৩১ ॥

কালঃ—কাল; দেশঃ—স্থান; ক্রিয়া—প্রচেষ্টা; কর্তা—কর্তা; করণম্—করণ; কার্যম্—বিশেষ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া; আগমঃ—শাস্ত্র; দ্রব্যম্—দ্রব্য; ফলম্—ফল; ইতি—এইরূপে; ব্রহ্মন্—হে ব্রাহ্মণ, শৌনক; নবধা—নয় প্রকার; উক্তঃ—বর্ণিত; অজয়া—জড়া শক্তির পরিপ্রেক্ষিতে; হরিঃ—ভগবান শ্রীহরি।

অনুবাদ

জড়া শক্তির উৎস হওয়ার ফলে সূর্যদেবরূপে পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরির বিস্তারকে নববিধ ভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। হে শৌনক, সেগুলি হচ্ছে—কাল, স্থান, প্রচেষ্টা, কর্তা, করণ, বিশেষ আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া, শাস্ত্র, আরাধনার দ্রব্য এবং লভ্য ফল।

শ্লোক ৩২

মধ্বাদিষু দ্বাদশসু ভগবান্ কালরূপধৃক্ ।
লোকতন্ত্রায় চরতি পৃথগ্ দ্বাদশভির্গণৈঃ ॥ ৩২ ॥

মধু-আদিষু—মধু আদি; দ্বাদশসু—দ্বাদশ (মাসে); ভগবান্—পরমেশ্বর ভগবান; কাল-রূপ—কালরূপ; ধৃক্—ধারণ করে; লোক-তন্ত্রায়—গ্রহের গতি নিয়ন্ত্রণ করতে; চরতি—ভ্রমণ করেন; পৃথক্—পৃথকভাবে; দ্বাদশভিঃ—দ্বাদশের সহিত; গণৈঃ—পার্ষদ দল।

অনুবাদ

সূর্যদেব রূপে তাঁর কালশক্তি প্রকাশ করে পরমেশ্বর ভগবান ব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্গত গ্রহপুঞ্জের গতিকে নিয়ন্ত্রণ করতে মধু আদি দ্বাদশ মাসের প্রত্যেকটিতে পরিভ্রমণ করেন। এই দ্বাদশ মাসের প্রত্যেকটিতে ছয়টি পার্ষদ দল সূর্যদেবের সঙ্গে পরিভ্রমণ করেন।

শ্লোক ৩৩

ধাতা কৃতস্থলী হেতির্বাসুকী রথকৃন্মুনে ।
পুলস্ত্যস্তুম্বুরুরিতি মধুমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৩ ॥

ধাতা-কৃতস্থলী হেতিঃ—ধাতা, কৃতস্থলী এবং হেতি; বাসুকিঃ রথকৃৎ—বাসুকি এবং রথকৃৎ; মুনে—হে মুনিবর; পুলস্ত্যঃ তুম্বুরুঃ—পুলস্ত্য এবং তুম্বুরু; ইতি—এইরূপে;

মধু-মাসম্—মধু মাস (চৈত্র তথা মহাবিষ্ণুব কালে); **নয়ন্তি**—অভিমুখী করে; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

হে মুনিবর, সূর্যদেব রূপে ধাতা, অপ্সরারূপে কৃতস্থলী, রাক্ষসরূপে হেতি, নাগরূপে বাসুকি, যক্ষরূপে রথকৃৎ, ঋষিরূপে পুলস্ত্য এবং গন্ধর্বরূপে তুম্বুরু মধুমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৪

অর্যমা পুলহোঽথৌজাঃ প্রহেতিঃ পুঞ্জিকস্থলী ।
নারদঃ কচ্ছনীরশ্চ নয়ন্ত্যেতে স্ম মাধবম্ ॥ ৩৪ ॥

অর্যমা পুলহঃ অথৌজাঃ—অর্যমা, পুলহ এবং অথৌজা; **প্রহেতিঃ পুঞ্জিকস্থলী**—প্রহেতি এবং পুঞ্জিকস্থলী; **নারদঃ কচ্ছনীরঃ**—নারদ ও কচ্ছনীর; **চ**—ও; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **এতে**—এই সকল; **স্ম**—বস্তুতপক্ষে; **মাধবম্**—মাধব মাসকে (বৈশাখ)।

অনুবাদ

সূর্যদেব রূপে অর্যমা, ঋষিরূপে পুলহ, যক্ষরূপে অথৌজা, রাক্ষসরূপে প্রহেতি, অপ্সরারূপে পুঞ্জিকস্থলী, গন্ধর্বরূপে নারদ, নাগরূপে কচ্ছনীর মাধব মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৫

মিত্রোঽত্রিঃ পৌরুষেয়োঽথ তক্ষকো মেনকা হাহাঃ ।
রথস্বন ইতি হ্যেতে শুক্রমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৫ ॥

মিত্রঃ অত্রিঃ পৌরুষেয়ঃ—মিত্র, অত্রি এবং পৌরুষেয়; **অথ**—এবং; **তক্ষকঃ মেনকা হাহাঃ**—তক্ষক, মেনকা ও হাহা; **রথস্বনঃ**—রথস্বন; **ইতি**—এইরূপে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **এতে**—এই সকল; **শুক্র-মাসম্**—শুক্র মাসকে (জ্যৈষ্ঠ); **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে মিত্র, ঋষিরূপে অত্রি, রাক্ষসরূপে পৌরুষেয়, নাগরূপে তক্ষক, অপ্সরারূপে মেনকা, গন্ধর্বরূপে হাহা এবং যক্ষরূপে রথস্বন শুক্র মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৬

বশিষ্ঠো বরুণো রম্ভা সহজন্যস্তথা হূহূঃ ।
শুক্রশ্চিত্রস্বনশ্চৈব শুচিমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৬ ॥

বশিষ্ঠঃ বরুণঃ রম্ভা—বশিষ্ঠ, বরুণ এবং রম্ভা; **সহজন্যঃ**—সহজন্য; **তথা**—ও; **হূহূঃ**—হূহূ; **শুক্রঃ চিত্রস্বনঃ**—শুক্র এবং চিত্রস্বন; **চ এব**—এবং; **শুচি-মাসম্**—শুচি মাস (আষাঢ়); **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

ঋষিরূপে বশিষ্ঠ, সূর্যদেবরূপে বরুণ, অপ্সরারূপে রম্ভা, রাক্ষসরূপে সহজন্য, গন্ধর্বরূপে হূহূ, নাগরূপে শুক্র এবং যক্ষরূপে চিত্রস্বন শুচিমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৭

ইন্দ্রো বিশ্বাবসুঃ শ্রোতা এলাপত্রস্তথাঙ্গিরাঃ ।
প্রম্লোচা রাক্ষসো বর্যো নভোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৭ ॥

ইন্দ্রঃ বিশ্বাবসুঃ শ্রোতাঃ—ইন্দ্র, বিশ্বাবসু এবং শ্রোতা; **এলাপত্রঃ**—এলাপত্র; **তথা**—এবং; **অঙ্গিরাঃ**—অঙ্গিরা; **প্রম্লোচা**—প্রম্লোচা; **রাক্ষসঃ বর্যঃ**—বর্য নামে রাক্ষস; **নভঃ-মাসম্**—নভো (শ্রাবণ) মাসকে; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে ইন্দ্র, গন্ধর্বরূপে বিশ্বাবসু, যক্ষরূপে শ্রোত, নাগরূপে এলাপত্র, ঋষিরূপে অঙ্গিরা, অপ্সরারূপে প্রম্লোচা এবং রাক্ষসরূপে বর্য নভো মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৮

বিবস্বানুগ্রসেনশ্চ ব্যাঘ্র আসারণো ভৃগুঃ ।
অনুম্লোচা শঙ্খপালো নভস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৮ ॥

বিবস্বান্ উগ্রসেনঃ—বিবস্বান ও উগ্রসেন; **চ**—ও; **ব্যাঘ্রঃ আসারণঃ ভৃগুঃ**—ব্যাঘ্র, আসারণ ও ভৃগু; **অনুম্লোচা শঙ্খপালঃ**—অনুম্লোচা ও শঙ্খপাল; **নভস্য-আখ্যম্**—নভস্য নামক মাসকে (ভাদ্র); **নয়ন্তি**—শাসন করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে বিবস্বান, গন্ধর্বরূপে উগ্রসেন, রাক্ষসরূপে ব্যাঘ্র, যক্ষরূপে আসারণ, ঋষিরূপে ভৃগু, অপ্সরারূপে অনুম্লোচা এবং নাগরূপে শঙ্খপাল নভস্য মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৩৯

পূষা ধনঞ্জয়ো বাতঃ সুষেণঃ সুরুচিস্তথা ।
ঘৃতাচী গৌতমশ্চেতি তপোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৩৯ ॥

পূষা ধনঞ্জয়ঃ বাতঃ—পূষা, ধনঞ্জয় এবং বাত; **সুষেণঃ সুরুচিঃ**—সুষেণ এবং সুরুচি; **তথা**—ও; **ঘৃতাচী গৌতমঃ**—ঘৃতাচী ও গৌতম; **চ**—এবং; **ইতি**—এইরূপে; **তপঃ-মাসম্**—তপঃ (মাঘ) মাসকে; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে পূষা, নাগরূপে ধনঞ্জয়, রাক্ষসরূপে বাত, গন্ধর্বরূপে সুষেণ, যক্ষরূপে সুরুচি, অপ্সরারূপে ঘৃতাচী এবং ঋষিরূপে গৌতম তপো মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪০

ঋতুর্বর্চা ভরদ্বাজঃ পর্জন্যঃ সেনজিৎ তথা ।
বিশ্ব ঐরাবতশ্চৈব তপস্যাখ্যং নয়ন্ত্যমী ॥ ৪০ ॥

ঋতুঃ বর্চা ভরদ্বাজঃ— ঋতু, বর্চা এবং ভরদ্বাজ; **পর্জন্যঃ সেনজিৎ**—পর্জন্য এবং সেনজিৎ; **তথা**—ও; **বিশ্বঃ ঐরাবতঃ**—বিশ্ব এবং ঐরাবত; **চ এব**—ও; **তপস্য-আখ্যম্**—তপস্য (ফাল্গুন) নামে খ্যাত মাস; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

যক্ষরূপে ঋতু, রাক্ষসরূপে বর্চা, ঋষিরূপে ভরদ্বাজ, সূর্যদেবরূপে পর্জন্য, অপ্সরারূপে সেনজিৎ, গন্ধর্বরূপে বিল্ব এবং নাগরূপে ঐরাবত তপস্য মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪১

অথাংশুঃ কশ্যপস্তার্ক্ষ্য ঋতসেনস্তথোর্বশী ।
বিদ্যুচ্ছত্রুর্মহাশঙ্খঃ সহোমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৪১ ॥

অথ—তারপর; **অংশুঃ কশ্যপঃ তার্ক্ষ্যঃ**—অংশু, কশ্যপ এবং তার্ক্ষ্য; **ঋতসেনঃ**—ঋতসেন; **তথা**—এবং; **উর্বশী**—উর্বশী; **বিদ্যুচ্ছত্রুঃ মহাশঙ্খঃ**—বিদ্যুচ্ছত্রু এবং মহাশঙ্খ; **সহঃ-মাসম্**—সহো (মার্গশীর্ষ) মাসকে; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে অংশু, ঋষিরূপে কশ্যপ, যক্ষরূপে তার্ক্ষ্য, গন্ধর্বরূপে ঋতসেন, অপ্সরারূপে উর্বশী, রাক্ষসরূপে বিদ্যুচ্ছত্রু এবং নাগরূপে মহাশঙ্খ সহোমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪২

ভগঃ স্ফূর্জোঽরিষ্টনেমিরূর্ণ আয়ুশ্চ পঞ্চমঃ ।
কর্কোটকঃ পূর্বচিত্তিঃ পুষ্যমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৪২ ॥

ভগঃ স্ফূর্জঃ অরিষ্টনেমিঃ—ভগ, স্ফূর্জ এবং অরিষ্টনেমি; ঊর্ণঃ—ঊর্ণ; আয়ুঃ—আয়ুর; চ—এবং; পঞ্চমঃ—পঞ্চম পার্ষদ; কর্কোটকঃ পূর্বচিত্তিঃ—কর্কোটক এবং পূর্বচিত্তি; পুষ্য-মাসম্—পুষ্য মাস; নয়ন্তি—নিয়ন্ত্রণ করেন; অমী—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে ভগ, রাক্ষসরূপে স্ফূর্জ, গন্ধর্বরূপে অরিষ্টনেমি, যক্ষরূপে ঊর্ণ, ঋষিরূপে আয়ু, নাগরূপে কর্কোটক এবং অপ্সরারূপে পূর্বচিত্তি পুষ্যমাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

শ্লোক ৪৩

ত্বষ্টা ঋচীকতনয়ঃ কম্বলশ্চ তিলোত্তমা ।
ব্রহ্মাপেতোঽথ শতজিদ্ধৃতরাষ্ট্র ইষস্তরাঃ ॥ ৪৩ ॥

ত্বষ্টা—ত্বষ্টা; ঋচীক-তনয়ঃ—ঋচীকের পুত্র (জমদগ্নি); কম্বলঃ—কম্বল; চ—এবং; তিলোত্তমা—তিলোত্তমা; ব্রহ্মাপেতঃ—ব্রহ্মাপেত; অথ—এবং; শতজিৎ—শতজিৎ; ধৃতরাষ্ট্রঃ—ধৃতরাষ্ট্র; ইষস্তরাঃ—ইষ (আশ্বিন) মাসের পালক।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে ত্বষ্টা, ঋষিরূপে ঋচীকপুত্র জমদগ্নি, নাগরূপে কম্বল, অপ্সরারূপে তিলোত্তমা, রাক্ষসরূপে ব্রহ্মাপেত, যক্ষরূপে শতজিৎ এবং গন্ধর্বরূপে ধৃতরাষ্ট্র ইষ মাসকে পালন করেন।

শ্লোক ৪৪

বিষ্ণুরশ্বতরো রম্ভা সূর্যবর্চাশ্চ সত্যজিৎ ।
বিশ্বামিত্রো মখাপেত ঊর্জমাসং নয়ন্ত্যমী ॥ ৪৪ ॥

বিষ্ণুঃ অশ্বতরঃ রম্ভা—বিষ্ণু, অশ্বতর এবং রম্ভা; **সূর্য-বর্চাঃ**—সূর্যবর্চা; **চ**—এবং; **সত্যজিৎ**—সত্যজিৎ; **বিশ্বামিত্রঃ মখাপেতঃ**—বিশ্বামিত্র এবং মখাপেত; **উর্জ-মাসম্**—উর্জ (কার্তিক) মাসকে; **নয়ন্তি**—নিয়ন্ত্রণ করেন; **অমী**—এই সকল।

অনুবাদ

সূর্যদেবরূপে বিষ্ণু, নাগরূপে অশ্বতর, অপ্সরারূপে রম্ভা, গন্ধর্বরূপে সূর্যবর্চা, যক্ষরূপে সত্যজিৎ, ঋষিরূপে বিশ্বামিত্র এবং রাক্ষস রূপে মখাপেত উর্জ মাসকে নিয়ন্ত্রণ করেন।

তাৎপর্য

এই সমস্ত সূর্যদেব এবং তাঁদের পার্ষদগণের কথা পৃথক পৃথক ভাবে *কূর্মপুরাণে* নিম্নোক্তরূপে উল্লেখ আছে—

ধাতার্যমা চ মিত্রশ্চ বরুনশ্চেন্দ্র এব চ ।
বিবশ্বান অথ পূষা চ পর্জন্যশ্চাংশুরেব চ ॥
ভগস্ত্বষ্টা চ বিষ্ণুশ্চ আদিত্যা দ্বাদশ স্মৃতাঃ ।
পুলস্ত্যঃ পুলহশ্চাত্রির্বসিষ্টোঽথাঙ্গিরা ভৃগুঃ ॥
গৌতমোঽথ ভরদ্বাজঃ কশ্যপঃ ক্রতুরেব চ ।
জমদগ্নিঃ কৌশিকশ্চ মুনয়ো ব্রহ্মবাদিনাঃ ॥
রথকৃচ্চাপ্যথোজাশ্চ গ্রামণীঃ সুরুচিস্তথা ।
রথচিত্রস্বনঃ শ্রোতারুণঃ সেনজিৎ তথা ।
তার্ক্ষ্যারিষ্টনেমিশ্চরিতজিৎ সত্যজিৎ তথা ॥
অথহেতিঃ প্রহেতিশ্চ পৌরুষেয়ো বধস্তথা ।
বর্যোব্যাঘ্রস্তথাপশ্চ বায়ুর্বিদ্যুদ্দিবাকরঃ ॥
ব্রহ্মাপেতশ্চবিপেন্দ্রা যজ্ঞাপেতশ্চ রাক্ষকাঃ ।
বাসুকিঃ কচ্ছনীরশ্চ তক্ষকঃ শুক্র এব চ ॥
এলাপত্রঃ শঙ্খপালস্তথৈরাবত সংজ্ঞিতঃ ।
ধনঞ্জয়ো মহাপদ্মস্তথা কর্কোটকো দ্বিজাঃ ॥
কম্বলোঽশ্বতরশ্চৈব বহন্ত্যেনং যথাক্রমম্ ।
তুম্বুরুর্নারদো হাহা হুহূর্বিশ্বাবসুস্তথা ॥
উগ্রসেনো বসুরুচির্বিশ্বসুর অথাপরঃ ।
চিত্রসেনস্তথোর্নায়ুর্ধৃতরাষ্ট্রো দ্বিজোত্তমাঃ ॥
সূর্যবর্চা দ্বাদশৈতে গন্ধর্বা গায়তাং বরাঃ ।
কৃতস্থল্যপ্সরোবর্যা তথান্যাপুঞ্জিকস্থলী ॥

মেনকা সহজন্যা চ প্রম্লোচা চ দ্বিজোত্তমাঃ ।
অনুম্লোচা ঘৃতাচী চ বিশ্বাচীচোর্বশী তথা ॥
অন্যা চ পূর্বচিত্তিঃ স্যাদান্যা চৈব তিলোত্তমা ।
রম্ভা চেতি দ্বিজশ্রেষ্ঠাস্তথৈবাপ্সরসঃ স্মৃতাঃ ॥

শ্লোক ৪৫

এতা ভগবতো বিষ্ণোরাদিত্যস্য বিভূতয়ঃ ।
স্মরতাং সন্ধ্যয়োর্নৃণাং হরন্ত্যংহো দিনে দিনে ॥ ৪৫ ॥

এতাঃ—এই সকল; **ভগবতঃ**—পরমেশ্বর ভগবান; **বিষ্ণোঃ**—ভগবান শ্রীবিষ্ণু; **আদিত্যস্য**—সূর্যদেবের; **বিভূতয়ঃ**—বিভূতি; **স্মরতাম্**—যাঁরা স্মরণ করেন তাদের পক্ষে; **সন্ধ্যয়োঃ**—দিবসের সন্ধিক্ষণ সমূহে; **নৃণাম্**—সেইরকম মানুষের পক্ষে; **হরন্তি**—হরণ করেন; **অংহঃ**—পাপের ফল; **দিনে দিনে**—দিনে দিনে।

অনুবাদ

এই সকল ব্যক্তিগণ হচ্ছেন সূর্যদেব রূপে পরমেশ্বর ভগবানের ঐশ্বর্যময় বিস্তার। যারা ভোর এবং সূর্যাস্তের সময় এই সকল বিগ্রহের কথা স্মরণ করেন, তাঁরা তাদের সমস্ত পাপের ফল হরণ করেন।

শ্লোক ৪৬

দ্বাদশস্বপি মাসেষু দেবোঽসৌ ষড়্ভিরস্য বৈ ।
চরন্ সমন্তাৎ তনুতে পরত্রেহ চ সন্মতিম্ ॥ ৪৬ ॥

দ্বাদশসু—দ্বাদশের প্রত্যেকটিতে; **অপি**—বস্তুতপক্ষে; **মাসেষু**—মাসে; **দেবঃ**—দেব; **অসৌ**—এই; **ষড়্ভিঃ**—ছয় প্রকার পার্ষদ সহ; **অস্য**—এই জগতের জনগণের জন্য; **বৈ**—নিশ্চয়ই; **চরন্**—বিচরণ করে; **সমন্তাৎ**—সর্বদিকে; **তনুতে**—প্রসার করেন; **পরত্র**—পরলোকে; **ইহ**—ইহ জীবনে; **চ**—এবং; **সৎ-মতিম্**—শুদ্ধ মতি।

অনুবাদ

এইভাবে দ্বাদশ মাস ধরে ইহ জীবন এবং পর জীবনের জন্য ব্রহ্মাণ্ডবাসী জীবগণের অন্তরে বিশুদ্ধ চেতনার সঞ্চার করে সূর্যদেব তাঁর ছয় প্রকার পার্ষদ সহ সর্ব দিকে পরিভ্রমণ করেন।

শ্লোক ৪৭-৪৮

সামর্গ্যজুর্ভিস্তল্লিঙ্গৈর্ঋষয়ঃ সংস্তুবন্ত্যমুম্ ।
গন্ধর্বাস্তং প্রগায়ন্তি নৃত্যন্ত্যপ্সরসোঽগ্রতঃ ॥ ৪৭ ॥

উন্নহ্যন্তি রথং নাগা গ্রামণ্যো রথযোজকাঃ ।
চোদয়ন্তি রথং পৃষ্ঠে নৈর্ঋতা বলশালিনঃ ॥ ৪৮ ॥

সাম-ঋক্-যজুর্ভিঃ—সাম, ঋক্ এবং যজুর্বেদের মন্ত্র সহযোগে; **তৎ-লিঙ্গৈঃ**—যা সূর্যদেবকে প্রকাশ করে; **ঋষয়ঃ**—ঋষিগণ; **সংস্তুবন্তি**—গুণকীর্তন করেন; **অমুম্**—তাঁকে; **গন্ধর্বাঃ**—গন্ধর্বগণ; **তম্**—তাঁর সম্পর্কে; **প্রগায়ন্তি**—উচ্চস্বরে গান করেন; **নৃত্যন্তি**—নৃত্য করেন; **অপ্সরসঃ**—অপ্সরাগণ; **অগ্রতঃ**—সামনে; **উন্নহ্যন্তি**—বন্ধন করেন; **রথম্**—রথটিকে; **নাগাঃ**—নাগগণ; **গ্রামণ্যঃ**—যক্ষগণ; **রথ-যোজকাঃ**—যারা রথকে ঘোড়ার সঙ্গে সংযুক্ত করেন; **চোদয়ন্তি**—চালনা করেন; **রথম্**—রথটিকে; **পৃষ্ঠে**—পেছন দিক থেকে; **নৈর্ঋতাঃ**—রাক্ষসগণ; **বলশালিনঃ**—বলশালী।

অনুবাদ

ঋষিগণ যখন সাম, ঋক্ এবং যজুর্বেদীয় মন্ত্র সহযোগে সূর্যদেবের স্বরূপ প্রকাশক গুণমহিমা কীর্তন করেন, সেই সময় গন্ধর্বগণও তাঁর গুণ কীর্তন করেন এবং অপ্সরাগণ তাঁর রথের অগ্রভাগে নৃত্য করেন। নাগগণ রথের রজ্জু বন্ধন করেন এবং যক্ষগণ ঘোড়াগুলিকে রথে সংযুক্ত করেন এবং সেই সময় শক্তিশালী রাক্ষস গণ সেই রথকে পেছন দিক থেকে ধাক্কা দিয়ে থাকেন।

শ্লোক ৪৯

বালখিল্যাঃ সহস্রাণি ষষ্টির্ব্রহ্মর্ষয়োঽমলাঃ ।
পুরতোঽভিমুখং যান্তি স্তুবন্তি স্তুতিভির্বিভুম্ ॥ ৪৯ ॥

বালখিল্যাঃ—বালখিল্যগণ; **সহস্রাণি**—সহস্র; **ষষ্টিঃ**—ষাট; **ব্রহ্ম-ঋষয়ঃ**—ব্রহ্মর্ষিগণ; **অমলাঃ**—নির্মল; **পুরতঃ**—সামনে; **অভিমুখম্**—রথের অভিমুখে; **যান্তি**—গমন করেন; **স্তুবন্তি**—স্তব করেন; **স্তুতিভিঃ**—বৈদিক স্তুতির দ্বারা; **বিভুম্**—সর্বশক্তিমান প্রভু।

অনুবাদ

সেই রথের অভিমুখে দাঁড়িয়ে সম্মুখে ভ্রমণ করতে করতে বালখিল্য নামে খ্যাত ষাট হাজার ব্রাহ্মণ বৈদিক মন্ত্র সহযোগে সর্বশক্তিমান সূর্যদেবের প্রতি প্রার্থনা নিবেদন করেন।

শ্লোক ৫০

এবং হ্যনাদিনিধনো ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ ।
কল্পে কল্পে স্বমাত্মানং ব্যূহ্য লোকানবত্যজঃ ॥ ৫০ ॥

এবম্—এইভাবে; **হি**—বস্তুতপক্ষে; **অনাদি**—অনাদি; **নিধনঃ**—কিংবা নিধন; **ভগবান্**—পরমেশ্বর ভগবান; **হরিঃ**—ভগবান শ্রীহরি; **ঈশ্বরঃ**—পরম নিয়ন্তা; **কল্পে কল্পে**—ব্রহ্মার প্রত্যেক দিবসে; **স্বম্ আত্মানম্**—স্বয়ং; **ব্যূহ্য**—বিভিন্নরূপে প্রসারিত; **লোকান্**—লোকসমূহ; **অবতি**—রক্ষা করেন; **অজঃ**—জন্মরহিত ভগবান।

অনুবাদ

সমস্ত জগৎকে রক্ষা করবার জন্য অনাদি অনন্ত এবং অজস্বরূপ পরমেশ্বর ভগবান শ্রীহরি এইরূপে ব্রহ্মার প্রতিটি দিবসে তাঁর ব্যক্তিগত প্রতিভূরূপে এই সকল বিশেষ বিশেষ দলে নিজেকে বিস্তার করেন।

ইতি শ্রীমদ্ভাগবতের দ্বাদশ স্কন্ধের 'বিরাটপুরুষের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা' নামক একাদশ অধ্যায়ের কৃষ্ণকৃপাশ্রীমূর্তি শ্রীল অভয়চরণারবিন্দ ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদের দীনহীন দাসবৃন্দকৃত তাৎপর্য সমাপ্ত।